রিক্ত
কে উ কথা রাখেনি, তুমিও না

ক থা দিয়েছিলে
চাঁদ ডুবে গেলে
তুমিও শুকে াবে ডানা,
সোহাগী স্বরের
গুণগুণ ভুলে
শেনাবে নামতা গোণা।

কথা রাখেনি 'ক অভাবী আক াশ
কথা রাখেনি 'ক বেহায়া বাতাস
কথা রাখেনিও ভাবন -ভিখারী ভূমি,
বাদামী বোরখা এখনও বেহাল
ক্লান্ত কঁ াটায় আধবোনা জাল -
আধো -তন্দ্রার আড়মোড়া ভেঙে
কথা রাখনিও তুমি।

গরমিল

আমি একটুকরো আকাশ চেয়েছিলাম তোমার কাছে।
তুমি একমুঠো মেঘ দিয়ে বল্লে -
''দেখো,এতেও বৃষ্টি আছে''।
আমি মাটির গন্ধ শুকে চলা জীব,
তুমি মুখ রাখতে বল্লে শূন্যে।
আমি অজানা শিহরণে চোখ মেলে দেখলাম -
একরাশধূসর হাহাকার।

বিষাক্ত কীট কামড় বসাচেছ আমার হৃৎপিন্ডে অহরহ।
আমি এক আঁজলা জলের খোঁজে দিগ্‌ভ্রান্ত।
তুমি দুচোখ ভরা কুয়াশা দিলে,
আমার শুকনো ঠোঁটে শীতল হিমের আলপনা।

অখন্ড নিস্তব্ধতায় বেঁধে রাখি বেহিসাবীইন্দ্রিয়গুলো
তবুও পিছনে কাঁদে শুকনো রজনীগন্ধা।

একা এবং একা

মাঠে রাস্তায় বৃষ্টিতে হুটোপুটি
দল বেঁধে হলে - ক্লাস বাঙ্ক করা ছুটি
পাল্লায় পড়ে সিগারেট খেতে শেখা
স্বপ্ন ভাঙলে তবুও ভীষণ একা।

হাতে হাত ধরে নন্দন-ময়দান
আবছায়া রাতে ঝঞ্ঝা-ভোলানো গান।
বুকে মুখ গুঁজে শিহরণ সুখ লেখা
রাত ঘুম শেষে পেয়েছি নিজেকে একা।

মোহনায় বসে অনেক গল্প বলা
নেশায় হারিয়ে অনেকটা পথ চলা
বুজে আসা চোখে দাবীর হিসেব দেখা
নিজেকে বোঝাতে প্রতি সন্ধ্যায় একা।

হেঁকে ফিরে যায় স্বপ্নের ফেরিওলা
গোপনীয়তার সিন্দুক আধখোলা,
অনুভূতি গলে নাভীমূলে দেয় ছ্যাঁকা,
ঢেউ ফিরে গেলে বালিতে শুয়েছি একা।

ভিন্টেজ মদ মিটসেফে তুলে রাখি,
ডানা বেঁধে ফেলে কাঁদে পরিযায়ী পাখী
প্রাণপনে শুধু সঙ্গতে দিয়ে ঠেকা
নিজের বৃত্তে বুঝেছি সবাই একা।